গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মনিটরিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন উইং
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা

স্মারক নম্বর- ৩৭.০২.০০০০.১১৫.৫২.০০১.১৯.২৪৪ তারিখঃ ০৯/০৯/২০২১খ্রিঃ

বিষয়: শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনরায় চালুকরণে স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) অনুসরণ

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে, কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে দীর্ঘ সময় পরে যথাযথভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনরায় চালুকরণে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে একটি 'গাইড লাইন' জারী করা হয়েছে। উক্ত গাইডলাইনের নির্দেশনাসমূহ এবং কোভিড-১৯ সংক্রান্ত জাতীয় কারিগরি পরামর্শক কমিটির ০২/০৯/২০২১ খ্রি. তারিখের সভায় গৃহীত সুপারিশসমূহের আলোকে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) প্রস্তুত করেছে (সংযুক্ত)। সংযুক্ত এসওপি-তে নির্দেশিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সকলের স্বাস্থ্যঝুঁকি কমিয়ে আনা সম্ভব।

এমতাবস্থায়, উক্ত স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাযথভাবে পালনের জন্য বলা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
(প্রফেসর ড. সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক)
মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা

১. পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (সকল অঞ্চল)
২. প্রতিষ্ঠান প্রধান (শিক্ষক, এসএমসি, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের নির্দেশনাসমূহ অবগতির অনুরোধসহ)
৩. উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (সকল অঞ্চল)
৪. জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা (সকল জেলা)
৫. উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (সকল উপজেলা/থানা)

স্মারক নম্বর- ৩৭.০২.০০০০.১১৫.৫২.০০১.১৯.২৪৪ তারিখঃ ০৯/০৯/২০২১খ্রিঃ

সদয় জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা
২. পরিচালক (মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা
৩. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ, ঢাকা
৪. মাননীয় উপমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ, ঢাকা
৫. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ, ঢাকা
৬. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, ইএমআইএস সেল, মাউশি অধিদপ্তর [পত্রটি (সংযুক্ত পত্রসহ) অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ]
৭. পিএ টু, মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা
৮. সংরক্ষণ নথি

09.09.2021
(প্রফেসর মো: আমির হোসেন)
পরিচালক
মনিটরিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন উইং
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা

স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানগণের প্রতি নির্দেশনা:

১. মাউশি অধিদপ্তর হতে ২২/০১/২০২১ তারিখে জারীকৃত 'গাইডলাইন' এবং ০৫/০৯/২০২১ তারিখের পত্রে নির্দেশিত কার্যক্রম সঠিকভাবে অনুসরণ নিশ্চিত করা।
২. কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে 'করনীয়' এবং 'বর্জনীয়' কাজ সম্পর্কে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও কর্মচারীদের নিয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সভা করে সকলকে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান।
৩. প্রতিটি শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে আনন্দময় শিখন পরিবেশ নিশ্চিতকরণ।
৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবস্থানকালে সকল শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট সকলের সর্বদা মাস্ক পরিধান নিশ্চিতকরণ।
৫. কোন শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মচারীর কোভিড-১৯ এর লক্ষণ দেখা গেলে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
৬. স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে শিক্ষার্থীদের জন্য আসন বিন্যাস করা।
৭. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কমপক্ষে ৮০ শতাংশ শিক্ষক কর্মচারীকে কোভিড-১৯ এর টিকা গ্রহণ নিশ্চিত করা।
৮. পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত প্রাতঃ সমাবেশ বন্ধ রাখা।
৯. কোয়ারেন্টিন/ আইসোলেশনে থাকা শিক্ষার্থীদের উপস্থিতগণ্য করে ১৪ দিন বাড়িতে থাকার অনুমতি প্রদান।
১০. শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার বিষয়টিকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেওয়া।
১১. দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত নৃগোষ্ঠীর প্রতিবন্ধকতা বিবেচনা করে সকল শিক্ষার্থীর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
১২. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মনিটরিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশান উইং হতে প্রেরিত (অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে) নির্দিষ্ট ছকে গুগল ডক এর মাধ্যমে তথ্য প্রেরণ (দৈনিক বিকাল ৩ টার মধ্যে) নিশ্চিত করা।
১৩. প্রতিষ্ঠান খোলার প্রথম দিন শিক্ষার্থীরা কিভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রতিষ্ঠানে অবস্থান করবে এবং বাসা থেকে যাওয়া-আসা করবে সেই বিষয়ে তাদেরকে শিক্ষণীয় ও উদ্বুদ্ধকারী ব্রিফিং প্রদান করার ব্যবস্থা করা। এছাড়া মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত এতদসংক্রান্ত ভিডিও প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা।
১৪. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক জারীকৃত গাইডলাইন এবং নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করবেন।

শিক্ষকগণের প্রতি নির্দেশনা:

১. মাউশি অধিদপ্তর হতে ২২/০১/২০২১ তারিখে জারীকৃত 'গাইডলাইন' এবং ০৫/০৯/২০২১ তারিখের পত্রে নির্দেশিত কার্যক্রম সঠিকভাবে অনুসরণ নিশ্চিত করা।
২. শিক্ষার্থীদের মানসিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে তাদের মনোসামাজিক সহায়তা প্রদান।
৩. শ্রেণি কার্যক্রমের শুরুতে স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ক মোটিভেশনাল ব্রিফিং প্রদান।
৪. স্কুল খোলার অল্প কিছুদিনের মধ্যে শিক্ষার্থীদের দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করে তা প্রশমনে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।
৫. আনন্দঘন পরিবেশের মাধ্যমে শ্রেণি পাঠদান করা।
৬. হাঁচি কাশির শিষ্টাচার নিজে পালন করবেন ও শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করবেন।
৭. কোন শিক্ষক ক্লাস শেষে পরবর্তী শিক্ষক না আসা পর্যন্ত শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করবেন না।
৮. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক জারীকৃত গাইডলাইন এবং নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করবেন।

শিক্ষার্থীদের প্রতি নির্দেশনা:

১. প্রদত্ত রুটিন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত আগমন।
২. প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্দেশিত দূরত্ব মেনে প্রবেশ, শ্রেণি কক্ষে বসা ও প্রতিষ্ঠান হতে বহির্গমন করা।
৩. অসুস্থতা অনুভব করলে সঙ্গে সঙ্গে পিতা-মাতাকে জানানো।
৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবস্থানকালে শারীরিক অসুস্থতা অনুভব করলে শ্রেণি শিক্ষককে তাৎক্ষণিক অবহিত করা।
৫. অকারণে শ্রেণি কক্ষ থেকে বাইরে না যাওয়া।
৬. হাঁচি-কাশি, কফ ও থুথু ফেলার শিষ্টাচার মেনে চলা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা।
৭. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশের পূর্বে সঠিক নিয়ম অনুসরণ করে হাত ধোয়া/ স্যানিটাইজ করা।
৮. প্রতিষ্ঠানে আসা যাওয়ার পথে এবং অবস্থানকালে সঠিক নিয়মে মাস্ক পরিধান এবং শারীরিক দূরত্ব (ন্যূনতম ৩ফুট) বজায় রাখা।

অভিভাবকগণের প্রতি পরামর্শ:

১. সন্তানকে মাস্ক পরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠানো নিশ্চিত করা।
২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাবার জন্য সন্তানকে উৎসাহিত করা।
৩. সন্তানকে নিজ স্বাস্থ্য সম্পর্কে (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা) সচেতন করা।
৪. প্রতিষ্ঠানে সঠিক সময়ে প্রেরণ ও বাসায় আসা নিশ্চিত করা।
৫. সন্তান অথবা পরিবারের কোন সদস্য কোভিড আক্রান্ত হলে প্রতিষ্ঠান প্রধানকে অবিলম্বে জানানো ।
৬. প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত নির্দেশনা সন্তান ও অভিভাবক উভয়ই অনুসরণ করবেন।
৭. শুধু খাবার পানি বাসা হতে আনার বিষয়ে সন্তানকে উৎসাহিত ও নিশ্চিত করবেন।
৮. অন্য কোন প্রকার খাবার বাসা থেকে নিয়ে না আসা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবস্থানকালে বাইরের খাবার না খাওয়ার বিষয়ে সচেতন করবেন।

গভর্নিং বডি/ম্যানেজিং কমিটির প্রতি পরামর্শ:

১. মাউশি অধিদপ্তর হতে ২২/০১/২০২১ তারিখে জারীকৃত 'গাইডলাইন' এবং ০৫/০৯/২০২১ তারিখের পত্রে নির্দেশিত কার্যক্রম সঠিকভাবে অনুসরণ নিশ্চিত করা।
২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনরায় চালুকরণের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবেন।
৩. জাতীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্যবিধিতে কোন বড় পরিবর্তন আসলে, নতুন বিধি অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়নে সঠিক সহায়তা প্রদান।
৪. নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনের চাহিদা নিরুপণ এবং তা বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ।
৫. প্রতিষ্ঠান প্রধান, অভিভাবক, স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় জন প্রতিনিধি, স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখা।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারগণের প্রতি নির্দেশনা:

১. মাউশি অধিদপ্তর কর্তৃক ২২/০১/২০২১ তারিখে জারীকৃত 'গাইডলাইন' এবং ০৫/০৯/২০২১ তারিখের পত্রে নির্দেশিত কার্যক্রম তাঁর উপজেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সঠিকভাবে অনুসরণ নিশ্চিত করা।
২. মাউশি অধিদপ্তরের মনিটরিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশান উইং হতে প্রদত্ত দৈনিক ভিত্তিক তথ্য ছক বিকেল ৪টার মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করা।
৩. ঝরে পড়া ও সুবিধা বঞ্চিত শিক্ষার্থীদের শ্রেণি কার্যক্রমে অংশ গ্রহণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গৃহীত কার্যক্রম মনিটরিং করা।
৪. কোভিড অতিমারি পরিস্থিতিতে তাঁর আওতাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সার্বক্ষণিক মনিটরিং এর আওতায় রাখা।
৫. জাতীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্যবিধিতে কোন বড় পরিবর্তন আসলে, নতুন বিধি অনুযায়ী পরিকল্পনাটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে আলোচনা/পর্যালোচনা করে পরিবর্তন করা। পরিবর্তিত পরিকল্পনাটি শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাবেন।
৬. তাঁর আওতাধীন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্দেশনার কোন ব্যতয় ঘটলে তাৎক্ষণিকভাবে নিজে ব্যবস্থা নেবেন এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবেন।

জেলা শিক্ষা অফিসারগণের প্রতি নির্দেশনা:

১. মাউশি অধিদপ্তর কর্তৃক ২২/০১/২০২১ তারিখে জারীকৃত 'গাইডলাইন' এবং ০৫/০৯/২০২১ তারিখের পত্রে নির্দেশিত কার্যক্রম তাঁর জেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সঠিকভাবে অনুসরণ নিশ্চিত করা।
২. জেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জনস্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে মেনে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিত করা।
৩. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নিজ উপজেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে যথাযথভাবে মনিটরিং করছেন কিনা তা তদারকি করা।
৪. স্থানীয় প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা।
৫. তাঁর জেলায় সংক্রমণের হার আগের সপ্তাহের তুলনায় চলতি সপ্তাহে ৩০%এর বেশি হলে নিবিড় সার্ভিল্যান্স এর ব্যবস্থা করতে হবে।
৬. তাঁর দপ্তরে সংশ্লিষ্ট জেলার জন্য একটি কন্ট্রোল রুমের ব্যবস্থা করতে হবে যেখানে/ যে নম্বরে সবাই জরুরি প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারবে।
৭. তাঁর আওতাধীন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্দেশনার কোন ব্যতয় ঘটলে তাৎক্ষণিকভাবে নিজে ব্যবস্থা নেবেন এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবেন।

আঞ্চলিক উপপরিচালক (মাধ্যমিক) গণের প্রতি নির্দেশনা:

১. নিজ অধিক্ষেত্রাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাউশি অধিদপ্তর হতে ২২/০১/২০২১ তারিখে পত্রে নির্দেশিত কার্যক্রম সঠিকভাবে অনুসরণ নিশ্চিত করা।
২. কেন্দ্রীয় এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিজ অঞ্চলের সকল কর্মকর্তাকে অবহিত করা ও যথাযথ নির্দেশনা প্রদান এবং সার্বক্ষণিক মনিটরিং করা।
৩. তাঁর দপ্তরে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জন্য একটি কন্ট্রোল রুমের ব্যবস্থা করতে হবে যেখানে/ যে নম্বরে সবাই জরুরি প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারবে।

আঞ্চলিক পরিচালকগণের প্রতি নির্দেশনা:

১. নিজ অধিক্ষেত্রাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাউশি অধিদপ্তর হতে ২২/০১/২০২১ তারিখে পত্রে নির্দেশিত কার্যক্রম সঠিকভাবে অনুসরণ নিশ্চিত করা।
২. কেন্দ্রীয় এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিজ অঞ্চলের সকল কর্মকর্তাকে অবহিত করা ও যথাযথ নির্দেশনা প্রদান এবং সার্বক্ষণিক মনিটরিং করা।
৩. তাঁর দপ্তরে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জন্য একটি কন্ট্রোল রুমের ব্যবস্থা করতে হবে যেখানে/ যে নম্বরে সবাই জরুরি প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারবে।
৪. তাঁর আওতাধীন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্দেশনার কোন ব্যতয় ঘটলে তাৎক্ষণিকভাবে নিজে ব্যবস্থা নেবেন এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবেন।

০৯.০৯.২০২১

(প্রফেসর মো: আমির হোসেন)
পরিচালক
মনিটরিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন উইং
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা